তারিখ ..2.6.NOV..2016...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ১

দৈনিক
আমাদের সময়

ঢাকায় ১৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ত্রুটি

এম এইচ রবিন ●

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়নি। অথচ খসে পড়ছে ভবনের দেয়াল। রঙ-প্লাস্টারে নিম্নমানের কাজের কারণে খসে পড়ছে পলেস্তারা। কোথাও আবার ভবনের সীমানা দেয়াল ভেঙে পড়ছে। এমন দুরবস্থা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঢাকায় নির্মাণাধীন ১৭ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রকল্পে। নির্মাণ ত্রুটি আর জমি সংক্রান্ত মামলা জটিলতায় ২০১৮ সালে প্রকল্পসম্পন্ন হওয়া অনিশ্চিত। ২০১০ সালে ৪ বছর মেয়াদে শুরু হয় এই প্রকল্প।

রাজধানীতে দিন দিন লোকসংখ্যা বাড়ছে, একই সঙ্গে বাড়ছে শিক্ষার্থীও। কিন্তু সেই অনুপাতে স্কুল বাড়েনি। অনেক এলাকায় ভালো স্কুলও নেই। সবকিছু বিবেচনায় রাজধানীর বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করে সিদ্ধান্ত হয় ১৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের। এর মধ্যে রয়েছে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয়। শুরুতে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ৩৪৫ কোটি টাকা। প্রথম মেয়াদের চার বছর পর প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বাড়িয়ে ২০১৬ সাল নির্ধারিত হয়। এই ছয় বছরে প্রকল্প সম্পন্ন হতে অনিশ্চয়তায় বাড়ানো হয় আরও দুই বছর। দুই দফায় সংশোধনে প্রকল্প ব্যয় হবে ২৯৩ কোটি টাকা। জমি অধিগ্রহণ না করে সরকারি জমিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পেরে কমেছে প্রকল্প ব্যয়। রাজস্ব খাত থেকে প্রকল্পের সব অর্থ জোগান দেওয়া হচ্ছে।

সূত্র মতে, ইতিমধ্যে ১৪টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ কোনোরকম শেষ করে চালু হয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। বাকি তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ আটকে আছে জমি অনির্ধারণ ও মামলা জটিলতায়। প্রকল্পের কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও

- দেয়াল থেকে খসে পড়ছে পলেস্তারা
- ভেঙে পড়ছে নির্মাণসম্পন্ন ভবনের সীমানা দেয়াল
- মামলা জটিলতায় নির্মাণকাজ বন্ধ ৩টির
- দুই দফায় বাড়ানো হয়েছে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয়

দায়িত্বহীনতায় প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম দুর্নীতি চলছে। নির্মাণকাজ তদারকি কমিটির প্রতিবেদনেও এমন তথ্য উঠে এসেছে।

এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক স্বপন চন্দ্র পাল আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসক নিষ্কণ্টক জমি বন্দোবস্ত দেয়নি। নির্মাণকাজ শুরু করতে গিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। মামলার কারণে তিনটি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ শুরু করা যায়নি। আশা করছি দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি হবে এবং প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হবে।

নির্মাণ কাজের অনিয়মের বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে (ইইডি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, মাত্র একটি ভবন বুঝে নেওয়া হয়েছে। বাকি ভবন সঠিকভাবে নির্মাণ না হলে বুঝে নেওয়া হবে না।

কাজের অগ্রগতি নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৯ অক্টোবর। সভার কার্যবিবরণীর তথ্যানুযায়ী, হাতিরঝিল এলাকায় বড়মগবাজার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়। কিন্তু ওই জমি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মালিকানা দাবি করে হাইকোর্টে ২০১৩ সালে একটি রিট করে। এই মামলার কারণে বন্ধ হয়ে যায় স্কুল নির্মাণের কাজ। এরপর ঢাকা-৯ আসনের সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী এই স্কুলটি সবুজবাগ এলাকায় নির্মাণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেন। মন্ত্রণালয় সবুজবাগে স্কুল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বড়মগবাজারের জমি অধিগ্রহণের অর্থ ফেরত নিতে পারেনি প্রকল্পে। মিরপুর দুয়ারীপাড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের জমি এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

ঢাকায় ১৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ত্রুটি

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) সংক্রান্ত মামলায় কাজ বন্ধ। মামলা নিষ্পত্তি হলেও নির্মাণকাজ এখনো শুরু হয়নি সবুজবাগ সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং সবুজবাগ সরকারি বিদ্যালয়ের। ফলে ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর টার্গেট নির্ধারণ করা হলেও নানাবিধ কারণে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে প্রকল্প যথাসময়ে শেষ করা নিয়ে। প্রকল্পের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্মাণ ও পূর্ত কাজ তদারকির জন্য প্রকল্পের উপপরিচালক ড. মো. আমিরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্যরা গত ৬ সেপ্টেম্বর সরেজমিন তিনটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রতিবেদন জমা দেয়।

সরেজমিন দেখা গেছে, হাজারীবাগে শহীদ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের প্রাচীর প্রকল্পের ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়নি। যে কারণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিরপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুলে প্রবেশ সড়কের নির্মাণকাজেও ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। নির্মাণে অনিয়মের কারণে হাজারীবাগের শহীদ শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ভবন অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছে। ভবনের জানালার কাজ ঠিকমতো না করায় বর্ষার পানি ভেতরে প্রবেশ করায় কম্পিউটারসহ মূল্যবান আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। কলেজের পূর্ব পাশের সীমানা প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। পেছনের সীমানা প্রাচীরের একাংশ ভেঙে পড়েছে।

অনিয়ম প্রসঙ্গে পরিদর্শন কমিটির এক সদস্য জানিয়েছেন, সীমানা প্রাচীর ও মাঠ পুনর্নির্মাণের ব্যয়িত অর্থের সমন্বয় কীভাবে হবে তা ইইডি কর্তৃপক্ষকে প্রকল্প ও মাউশিকে অবহিত করতে বলা হয়েছে। ঢাকা উদ্যান সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণেও ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে বলে জানান পরিদর্শক। এর ভবনের দেয়ালে রঙ-প্লাস্টারে নিম্নমানের কাজের কারণে ঝুরঝুরে সিমেন্ট-বালি। শ্যাওলা ধরে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। তৃতীয় তলার পূর্ব পাশের কক্ষ, দক্ষিণ পাশের দেয়াল ও চতুর্থ তলার আইসিটি ল্যাবসহ সব কক্ষের ভেতরের দেয়ালে ফ্যাংগাস পড়েছে। ভবনটি প্রায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। নির্মাণ ও পূর্ত কাজ তদারকি কমিটির আহ্বায়ক ও প্রকল্পের উপপরিচালক ড. মো. আমিরুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, সরেজমিন পরিদর্শন করে নির্মাণকাজে অনিয়ম পেয়ে ইইডিতে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছি। এখন ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব নির্মাণকাজ তদারকি প্রতিষ্ঠান ইইডির, আমাদের নয়।

সূত্র জানায়, ভাষানটেক মহাবিদ্যালয়ে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এবং গত বছর ভাষানটেক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও সীমানা প্রাচীর ও সংযোগ সড়ক নির্মিত হয়নি। যে কারণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দুর্ভোগ। চলতি বছর শেখ জামাল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তবে জমি নিয়ে বিরোধে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজ বন্ধ। ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০টি স্কুল ও ৪টি কলেজের ভবন নির্মাণকাজ ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার নির্মাণ কাজ চলছে।